সংশোধিত খসড়া

বস্ত্রনীতি – ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়

সুচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	বস্ত্র শিল্পের গুরুত্ব ও পটভূমি	১
২	বস্ত্রনীতির উদ্দেশ্যসমূহ	২
৩	বস্ত্রনীতির বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ	৩
৪	স্পিনিং মিল (সুতা উৎপাদনকারী শিল্প)	৪
৫	উইভিং উপখাত	৬
৬	নীটিং-নীট ডাইয়িং ও হোসিয়ারী শিল্প	৯
৭	ডাইয়িং-ফিনিশিং (বয়ন) উপখাত	১১
৮	হস্তচালিত তাঁত শিল্প	১২
৯	রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্র শিল্প	১৪
১০	রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্প	১৫
১১	বস্ত্র ও তৈরী পোশাক সংশ্লিষ্ট (Allied) উপখাত	১৭
১২	দেশীয় বস্ত্র শিল্পের কাঁচামালের স্থানীয় উৎপাদন	১৮
১৩	মানব সম্পদ উন্নয়ন	১৯
১৪	রাজস্ব এবং আর্থিক প্রণোদনা	২৩
১৫	বস্ত্র শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য নীতিমালা	২৪
১৬	বস্ত্রখাতে দেশী/বিদেশী বিনিয়োগ	২৭
১৭	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা	২৮

অধ্যায় – ১

বস্ত্র শিল্পের গুরুত্ব ও পটভূমি

১.১ বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের শিল্পায়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে ঃ

ক) বস্ত্রের স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি বাজারের উল্লেখযোগ্য চাহিদা পূরণ করছে;

খ) বস্ত্র শিল্প অধিক শ্রম নিবিড় বিধায় দেশের বেকার জনশক্তির কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে আসছে এবং এ শিল্পে বর্তমানে ৪০ লক্ষাধিক (রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাকসহ) শ্রমশক্তি নিয়োজিত;

গ) অর্থনৈতিক মুল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বস্ত্র শিল্পের অবদান মোট শিল্প খাতের প্রায় ৪০ শতাংশ এবং জাতীয় আয়ের ১০.৫ শতাংশ;

ঘ) বস্ত্র ও তৈরী পোশাক রপ্তানি থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ ছিল ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬-০৭ সালে ৯.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে; যা রপ্তানি খাতে দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ৭৭ শতাংশ;

ঙ) বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বৃহৎ প্রকৌশল শিল্পসহ পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয় এক্সেসরিজ সরবরাহকারী শিল্পের প্রবৃদ্ধিতে বস্ত্র শিল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

১.২ আশির দশকের প্রথম দিক থেকে মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের ফলে বস্ত্র খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত হয় এবং বিগত দুই দশকে দেশের প্রাথমিক বস্ত্র শিল্প তথা স্পিনিং, উইভিং, ডেনিম, হোম-টেক্সটাইল, নীটিং ও ডাইং-ফিনিশিং উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে দেশের প্রাইমারী বস্ত্র শিল্প স্থানীয় চাহিদার সিংহ ভাগ পূরণ করা ছাড়াও রপ্তানিমুখী নীট ওয়্যার ও ওভেন পোশাকের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রের যথাক্রমে প্রায় ৮০ শতাংশ ও ২৫ শতাংশ সরবরাহ করতে সক্ষম হচ্ছে।

১.৩ দেশের বস্ত্র ও রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য এ শিল্পে উৎপাদিত পণ্যাদি কোটামুক্ত বিশ্ব বাজারে আরো প্রতিযোগী করার লক্ষ্যে বিশেষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন উপখাতে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্প স্থাপন, শুল্ক ও কর এর যৌক্তিকিকরণ, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার হ্রাস, উৎপাদনশীলতা ও গুনগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়মনীতির অনুসরণে স্থানীয় বস্ত্র ও পোশাক শিল্পকে অসম প্রতিযোগীতা থেকে সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

১.৪ বেসরকারী খাতের বিনিয়োগকারীগণ সরকার কর্তৃক বিগত বছরগুলোতে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে যে প্রবৃদ্ধি সাধন করেছে তা ধরে রাখতে হলে এবং একই সঙ্গে প্রাইমারী বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধির জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী নীতিমালা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

১.৫ বস্ত্র খাতে ইতোমধ্যে প্রদত্ত সুবিধাদি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল বিধায় দেশের বস্ত্রখাত তার কাংখিত সাফল্য অর্জনে সীমিত অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বস্ত্রনীতি-১৯৮৯ কোটা সুবিধার আওতায় প্রাথমিক ভাবে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে গতি সঞ্চারে সক্ষম হয়েছে এবং বস্ত্রনীতি-১৯৯৫ এর পর কোটা ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহারাধীন থাকা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রণোদনামুলক কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে এ শিল্প সীমিত উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হয়েছে। তাই বস্ত্রনীতি-১৯৯৫ এর সীমাবদ্ধতাগুলোকে চিহ্নিত করে এমএফএ উত্তর বাণিজ্য বিশ্বায়নের প্রেক্ষিত বিবেচনায় এনে দেশের বস্ত্র শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী ও কার্যকর বস্ত্রনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা "বস্ত্রনীতি - ২০০৮" হিসেবে গণ্য হবে।

১.৬ বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের সংজ্ঞা সংলগ্নী - ১ এ দেয়া হলো।

অধ্যায় – ২

বস্ত্রনীতির উদ্দেশ্য

2.1 বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতাধীন Agreement on Textiles and Clothing (ATC) চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশীয় বস্ত্রখাতের উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

2.2 বস্ত্র পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে প্রয়োজনীয় বস্ত্রের চাহিদা স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক বস্ত্র শিল্প স্থাপন ;

2.3 সরাসরি রপ্তানির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে প্রতিযোগী দামে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন বহুমুখী বস্ত্র পণ্যের উৎপাদন নিশ্চিতকরণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ;

2.4 দেশের বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনায় রেখে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, রপ্তানি আয় ও মুল্য সংযোজন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয়ে অধিকতর অবদান রেখে বস্ত্রখাত যাতে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'মুখ্য চালিকা শক্তি (Engine of growth)' হিসেবে ভুমিকা পালন করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান ;

2.5 প্রাথমিক বস্ত্রখাতের (PTS) সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে স্পিনিং, উইভিং, নীটিং, ডাইয়িং-ফিনিশিং, হোসিয়ারী, টেরিটাওয়েল, রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক, হস্তচালিত তাঁত, সেরিকালচার ও সিল্ক ইত্যাদি সকল উপখাতের স্ব স্ব ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন;

2.6 বস্ত্রখাতে সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারনের লক্ষ্যে দেশী বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি এবং বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন সহায়ক সুযোগ সুবিধা ও প্রণোদনার রূপরেখা নির্ধারণ;

2.7 দেশের বস্ত্রখাতে উৎপাদিত পণ্য সর্বাধিক প্রাধিকার প্রাপ্ত বাণিজ্যিক সুবিধা প্রাপ্তির মাধ্যমে যাতে সকল দেশের বাজারে সহজে প্রবেশাধিকার লাভ করে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ;

2.8 প্রতিযোগী দেশের আদলে বিনিয়োগ সহায়ক বিশেষ তহবিল সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন;

2.9 কোটাত্তোর বিশ্ব বাণিজ্য পরিমন্ডলে বস্ত্র শিল্প স্থাপনা ও দক্ষ পরিচালনার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত ও আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন জনবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ। এ লক্ষ্য অর্জনে বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপখাতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরী বিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন;

2.10 পরিবেশ বান্ধব পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বর্জ্য হ্রাস, বর্জ্য অপসারণ এবং সর্বোপরি দুষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

2.11 স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে টেস্টিং ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

2.12 ভোক্তাদের রুচি, গ্রহণযোগ্যতা, চাহিদার দিক খেয়াল রেখে দেশীয় বস্ত্রের মানোন্নয়ন ও ডিজাইন এর ক্ষেত্রে নতুনত্বের দিক বিবেচনা;

2.13 সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতায় বেসরকারীখাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন, গবেষণা পরিচালনা এবং তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;

2.14 অধিকতর Value Added বস্ত্রপণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ।

অধ্যায় – ৩

বস্ত্রনীতির বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ

৩.১ বস্ত্রখাতের সকল উপখাতের বিনিয়োগে সহায়তা প্রদানের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহজশর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিশেষ করে উইভিং ও ডাইয়িং-ফিনিশিং উপখাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.২ বস্ত্রখাতে বিনিয়োগে ঋণ মুলধনের অনুপাত (৭০:৩০ ভিত্তিতে এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা অধিকতর উৎসাহব্যঞ্জক অনুপাতে নির্ধারণ করা) ব্যাংক-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারণ ;

৩.৩ মুলধনী যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ এবং শুধুমাত্র বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল, ডাইজ, কেমিক্যালস ইত্যাদি এর শুল্ক ও কর মুক্ত আমদানী নিশ্চিতকরণ (বস্ত্র খাতের জন্য ডাইজ, কেমিক্যালস, সাইজিং ম্যাটেরিয়ালস ও খুচরা যন্ত্রাংশের শুল্ক মুক্ত আমদানী নিশ্চিত করা);

৩.৪ বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপখাতে বিদ্যমান পুরাতন, রুগ্ন ও অলাভজনক পর্যায়ে উপনীত শিল্পসমূহের উৎপাদন ক্ষমতার সুষমকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ (BMRE) এর মাধ্যমে এ খাতের সার্বিক উন্নতি সাধন;

৩.৫ বস্ত্রপণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতি পুরণে নুতন মিল স্থাপন ও বিদ্যমান মিলসমুহের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান;

৩.৬ পাওয়ারলুম উপখাতের পুনর্বাসন কর্মসুচী গ্রহণ এবং এ খাতে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার পুর্ণ ব্যবহার করে দেশের স্থানীয় ও রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্পের বস্ত্রের চাহিদা পুরণে সহায়তা ও সরাসরি রপ্তানি উৎসাহিত করণ;

৩.৭ গ্রামীণ হস্তচালিত তাঁত শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাদির সমাধান করে এর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন এবং কাঁচামাল প্রাপ্তি ও উৎপাদিত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁত বোর্ডের কর্মকান্ড আরো জোরদারকরণ;

৩.৮ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বস্ত্র পণ্যকে প্রতিযোগীরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক কাঁচামালের উপর আরোপিত সকল আমদানী শুল্ক, কর, ফি, যৌক্তিককরণ;

৩.৯ স্থানীয়ভাবে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তুলা আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণ;

৩.১০ বস্ত্র শিল্পে তুলার সাথে পাট সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তু ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করণ;

৩.১১ বস্ত্র শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ অর্থায়নে সিন্ডিকেটেড তহবিল সৃষ্টির ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.১২ বস্ত্র শিল্পকে দেশের শিল্পায়নে অগ্রপথিকের ভুমিকা পালনের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে নিরন্তর শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ, নক্শা উন্নয়ন, গবেষণা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

৩.১৩ বস্ত্রশিল্পের চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ সরবরাহের নিমিত্ত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ ;

৩.১৪ বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপখাতের শিল্প স্থাপনের উপযোগী সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ই-পি-জেড, গার্মেন্ট পল্লী, স্পেশাল ইকোনমিক জোন, শিল্প পার্ক, হাইটেক পার্ক ইত্যাদি স্থাপনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩.১৫ পরিবেশ দুষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে ETP স্থাপনের জন্য দেশের শিল্পাঞ্চল সমুহকে বিভিন্ন জোনে বিভক্তকরণ এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ETP স্থাপনের ব্যাপারে সরকার কর্তৃক সুযোগ সুবিধা প্রদান।

অধ্যায় – ৪

স্পিনিং মিল (সুতা উৎপাদনকারী শিল্প)

৪.১ **ভূমিকাঃ**

স্পিনিং প্রক্রিয়া (সুতা উৎপাদনকারী শিল্প) বস্ত্র খাতের পশ্চাদ-সংযোগ শিল্পের প্রথম পর্যায়। সুতা উৎপাদনে বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯৪৭ সালে তৎকালীন বাংলায় মাত্র ১১ টি সুতা ও বস্ত্রকল স্থাপিত হয় এবং ১৯৭২ সাল নাগাদ দেশে মোট বস্ত্রকলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৪টিতে। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয়করণ নীতি অনুসরণের ফলে সব কয়টি মিলের ব্যবস্থাপনা সরকারী খাতে ন্যস্ত করা হয়। সরকারী খাতে বস্ত্রকল ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সমস্যার কারণে অধিকাংশ বস্ত্রকলই আশি দশকের প্রথম থেকে লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৯৮২ সালের পর মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের ফলশ্রুতিতে বস্ত্রকলসমূহ ক্রমাগত বিরাষ্ট্রীয় করার নীতি অনুসরণের ফলে বস্ত্রখাতে পুনরায় বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত হয় এবং ধীরে ধীরে প্রাথমিক বস্ত্রশিল্প একটি লাভজনক খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়। দেশে বর্তমানে প্রায় ৩২২টি স্পিনিং মিল রয়েছে তন্মধ্যে বেসরকারীখাতে ২৯৯ টি এবং সরকারী খাতে ২৩টি। সরকারী খাতের অধিকাংশ মিলই সার্ভিস চার্জে পরিচালিত হচেছ এবং বাকী মিলসমূহের উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ২০০১ থেকে স্পিনিং উপখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে। নীট ও বয়ন বস্ত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে দ্রুত গতিতে নতুন স্পিনিং মিল স্থাপিত হচেছ। বেসরকারীখাতের স্পিনিং মিল স্থানীয় বাজারের সিংহ ভাগ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানিমুখী নীট পোশাকের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহৃত সুতার ৮২ শতাংশ পূরণে সক্ষম হচেছ এবং রপ্তানিমুখী ওভেন পোশাকের বস্ত্র উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সুতার প্রায় ২৫ শতাংশ সরবরাহ করা ছাড়াও উৎপাদিত সুতার কিয়দংশ হোম টেক্সটাইল, টেরি-টাওয়েল, শপ টাওয়েল ও ডেনিম ফেব্রিক ইত্যাদি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। সুতার স্থানীয় বাজার ও রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বর্তমানে সুতার বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১,৪১৩ মিলিয়ন কেজি। এ চাহিদার বিপরীতে স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত সুতার পরিমাণ প্রায় ৫৯৪ মিলিয়ন কেজি (৪২%)। অর্থাৎ চাহিদা-উৎপাদন ঘাটতি প্রায় ৮১৯ মিলিয়ন কেজি (৫৮%) যা নতুন স্পিনিং মিল (কটন, সিনথেটিক, এক্রাইলিক সুতা উৎপাদনের জন্য) স্থাপনের মাধ্যমে মেটানোর কর্মসূচী গ্রহণ আবশ্যক।

৪.২ **স্পিনিং উপখাতের উল্লেখযোগ্য সমস্যাসমূহঃ**

(ক) ১৯৮০ সালের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মিলের যন্ত্রপাতি খুবই সেকেলে বিধায় এগুলোর পরিচালনা আর্থিক দিক থেকে অলাভজনক হয়ে পড়েছে ;

(খ) নতুন মিল স্থাপনের ক্ষেত্রে ডেট-ইকুইটির অনুপাত এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের উপর সুদের হার উদ্যোক্তাদের অনুকূলে না থাকায় এ খাতে বিনিয়োগ আশানুরূপ হয়নি ;

গ) বেশ কিছু সংখ্যক মিল প্রয়োজনীয় টেস্টিং ও মান নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতির স্বল্পতার কারণে উন্নত মানের সুতা উৎপাদনে অক্ষম ;

ঘ) স্পিনিং উপখাতে আমদানীতব্য মুলধনী যন্ত্রপাতি ও যাবতীয় খুচরা যন্ত্রাংশের উপর শুল্ক ও কর আরোপ থাকায় সুতার উৎপাদন ব্যয় অধিক ;

ঙ) রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পে সরবরাহের জন্য স্থানীয় বস্ত্র পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত নগদ সহায়তা (৫%) প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত;

চ) নিজস্ব জেনারেটর বিহীন মিলগুলোর উৎপাদন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে ;

ছ) আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা তুলা ও কৃত্রিম আঁশের বিক্রয় মুল্যের উর্দ্ধগতি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাথে টাকার অসামঞ্জস্যপুর্ণ বিনিময় হার;

জ) পরিচালনায় অদক্ষতা এবং পুরাতন যন্ত্রপাতির কারণে অধিকাংশ মিলে কাঁচামালের অপচয়ের উচ্চহার;

ঝ) যন্ত্রপাতি ও দালানকোঠার সময়মত সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাব;

ঞ) সুতার উৎপাদন খরচ প্রতিযোগী দেশসমুহের তুলনায় অধিক;

ট) কৃত্রিম তন্তু দ্বারা সুতা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সীমিত সহায়তা প্রদান।

৪.৩ সুপারিশকৃত নীতিমালা:

ক) দেশে সুতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় রেখে ঘাটতি পুরণের লক্ষ্যে বেসরকারী উদ্যোগে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন নুতন স্পিনিং মিল স্থাপন এবং বিদ্যমান পুরাতন মিলসমুহের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ (বিএমআরই) উৎসাহিতকরণ;

খ) উন্নত মানের সুতা উৎপাদনে অক্ষম মিলসমুহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন এবং টেস্টিং ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচলন উৎসাহিত করা;

গ) প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে যথাযথ সরকারী সহায়তা প্রদান এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) মিলসমুহের পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঁচামালের অপচয় হার হ্রাসকরণ;

ঙ) যন্ত্রপাতি ও দালানকোঠার সময়মত সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ;

অধ্যায় – ৫

উইভিং উপখাত

৫.১ ভূমিকাঃ

উইভিং উপখাত (বস্ত্র বয়ন) বস্ত্র শিল্পের পশ্চাদ-সংযোগ শিল্পের ২য় গুরুত্বপুর্ণ প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় সুতা থেকে গ্রে-কাপড় উৎপাদন করা হয়। আগামী বছরগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং রপ্তানি বাজারে তৈরী পোশাকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় রেখে উইভিং উপখাতের দ্রুত সম্প্রসারণে বিনিয়োগ কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। বর্তমানে বেসরকারী খাতে গ্রে-ফেব্রিক উৎপাদনকারী মাঝারী ও বড় আকারের মিলের সংখ্যা প্রায় ৪০০টির অধিক। এছাড়াও ছোট আকারের স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ও পাওয়ার লুম ইউনিটের সংখ্যা ১ হাজারের অধিক। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৬-০৭ সালে বস্ত্রের সর্বমোট চাহিদা ছিল প্রায় ৮,৪৮২ মিলিয়ন মিটার, তন্মধ্যে স্থানীয় চাহিদা ২,৪৬৪ মিলিয়ন মিটার এবং রপ্তানী খাতের চাহিদা ৬,০১৮ মিলিয়ন মিটার (স্থানীয়ভাবে সরবরাহকৃত বস্ত্রের পরিমাণ ৩,৫৭৬ মিলিয়ন মিটার)।

এ বিপুল পরিমাণ বস্ত্র চাহিদার বিপরীতে দেশে উৎপাদিত হয়েছে প্রায় ৪,৯১০ মিলিয়ন মিটার এবং ১,১৩০ মিলিয়ন মিটার বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে। আগামী ২০১২ সাল নাগাদ স্থানীয় বাজার ও রপ্তানিমুখী ওভেন পোশাকের জন্য বস্ত্রের চাহিদা দাঁড়াবে ১২,০২৭ মিলিয়ন মিটার এবং এ চাহিদার বিপরীতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮,৫১২ মিলিয়ন মিটার (মোট চাহিদার ৭১ শতাংশ হিসেবে)। অর্থাৎ অভিক্ষেপিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বস্ত্রের বর্তমান (২০০৬-০৭) স্থানীয় উৎপাদনের ঘাটতি দাঁড়াবে ৩,৬০২ মিলিয়ন মিটার। বস্ত্রের এ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার ১,৪৫৬ মিলিয়ন মিটার আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন উইভিং মিল স্থাপনের মাধ্যমে মেটানোর প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য যে টেরী টাওয়েল ও লিনেন উপখাতে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি থেকে উল্লেখযোগ্যপরিমান বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এ উপখাতে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি থেকে ৪০০ মিলিয়ন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে নিকট অতীতে জিন্স ও ডেনিম বস্ত্র উৎপাদনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমানে জিন্স ও ডেনিমের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১৮৪ মিঃ মিটার যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচেছ। বাংলাদেশ যাতে খুব শীঘ্রই রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক কারখানাগুলোর চাহিদা পুরণ করে প্রত্যক্ষ ভাবে জিন্স ও ডেনিম বস্ত্র রপ্তানিতে সক্ষম হয় সে লক্ষ্যে সরকারের কার্যকরী সহায়তা প্রয়োজন।

৫.২ পাওয়ার-লুম উইভিং (মিল সেক্টর)ঃ

৫.২.১ সমস্যাসমুহঃ

ক) উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন উইভিং কারখানার স্বল্পতা;

খ) প্রয়োজনানুযায়ী দক্ষ প্রযুক্তিবিদের অভাব;

গ) উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন উইভিং মিল স্থাপনে বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিমাণ তুলনামুলক ভাবে অধিক হওয়ায় এবং দক্ষ প্রযুক্তিবিদের স্বল্পতার কারণে এ শিল্পে কাংখিত বিনিয়োগ সংগঠিত হচেছ না;

ঘ) স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সুতার দামের অস্থিতিশীলতা;

ঙ) নিম্ন উৎপাদনশীলতা ও বেশ কিছু ক্ষেত্রে উৎপাদিত বস্ত্র নিম্ন মানের হওয়ায় উইভিং উপখাত আন্তর্জাতিক বাজারে কঠিন প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হচেছ;

চ) আমদানীতব্য যাবতীয় মুলধনী যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, রং-রসায়ন ও সাইজিং ম্যাটেরিয়ালস এর উপর উচ্চহারে শুল্ক ও কর আরোপিত থাকায় উৎপাদিত গ্রে-ফেব্রিক দামের দিক থেকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে অপ্রতিযোগী;

ছ) বিদ্যমান নগদ সহায়তার হার (৫%) প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল;

জ) কৃত্রিম আঁশ ও কৃত্রিম আঁশের সুতার উপর আরোপিত শুল্ক ও কর, তুলা ও তুলাজাত সুতার শুল্ক ও করের তুলনায় অনেক বেশী ;

ঝ) প্রয়োজনীয় সুতা ও অন্যান্য কাঁচামাল সংগ্রহে টেরী টাওয়েল ও লিনেন উপখাত বিভিন্ন অসুবিধার সন্মুখীন হচ্ছে এবং এ খাতে উৎপাদিত পণ্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে না;

ঞ) বিশেষায়িত বস্ত্র যথা, জিন্স, ডেনিম, টুইল ইত্যাদি বস্ত্র পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনে উৎসাহমুলক কোন অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা নেই ;

ট) বিদ্যুৎ বিভ্রাটজনিত কারণে উইভিং মিলসমুহের ক্ষমতা ব্যবহারের হার নিম্নপর্যায়ে ;

ঠ) BMRE কর্মসুচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিনিয়োগ অর্থায়নে বিভিন্ন অসুবিধার কারণে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি বিঘ্নিত হচ্ছে।

৫.২.২ সুপারিশকৃত নীতিমালাঃ

ক) দেশে বস্ত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা-ঘাটতি মিটানোর লক্ষ্যে বেসরকারী উদ্যোগে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন নুতন উইভিং মিল স্থাপন উৎসাহিত করা;

খ) উইভিং উপ-খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উন্নত মানের বস্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্যে দক্ষ প্রযুক্তিবিদের সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;

গ) টেরী টাওয়েল ও লিনেন উপখাতের জন্য প্রয়োজনীয় সুতা ও অন্যান্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং পণ্যাদির উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

ঘ) জিন্স ও ডেনিম বস্ত্রের স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান ও অন্যান্য প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে যথাযথ সরকারী সহায়তা প্রদান এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ ;

৫.৩ স্পেশালাইজড টেক্সটাইল এ্যান্ড পাওয়ার-লুম ইন্ডাস্ট্রিজ ঃ

৫.৩.১ সমস্যাসমুহঃ

ক) এ খাতের প্রবৃদ্ধি অপরিকল্পিতভাবে সংগঠিত হয়েছে এবং প্রিপারেটরী ও অপ্রশস্ত তাঁত বিশিষ্ট উইভিং সেকশনের যন্ত্রপাতির অসামঞ্জস্যতার কারণে উৎপাদনশীলতা বিঘ্নিত হচ্ছে ;

খ) মিলসমুহ খুবই ছোট আকারের এবং ইতস্তত: বিক্ষিপ্তভাবে স্থাপিত, অধিকাংশ মিলেরই ব্যাক-প্রসেসিং সুবিধা নেই বিধায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নমানের গ্রে-কাপড় উৎপাদন করে আসছে এবং স্থাপিত ক্ষমতার অধিকাংশই অব্যবহৃত থাকছে এবং বেশকিছু সংখ্যক মিল অর্থসংকটের কারণে পুঞ্জীভুত দায়-দেনা পরিশোধে অসমর্থ;

গ) মিলসমুহের BMRE কর্মসুচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিনিয়োগ অর্থায়নে বিভিন্ন অসুবিধার সন্মুখীন হচ্ছে;

ঘ) কারিগরী পশ্চাদপদতার কারণে অধিকাংশ মিলই উন্নত মানের বস্ত্র উৎপাদনে অক্ষম ;

ঙ) বিদ্যুৎ বিভ্রাটজনিত কারণে মিলসমুহের ক্ষমতা ব্যবহারের হার নিম্নপর্যায়ে ;

চ) আমদানীতব্য যাবতীয় মুলধনী যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, রং-রসায়ন ও সাইজিং ম্যাটেরিয়ালস এর উপর উচ্চহারে শুল্ক ও কর আরোপিত থাকায় উৎপাদিত গ্রে ও ফিনিশ্ড ফেব্রিক দামের দিক থেকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে অপ্রতিযোগী;

৫.৩.২ সুপারিশকৃত নীতিমালাঃ

ক) এ খাতের ইউনিটসমূহের স্থাপিত ক্ষমতা সুষমকরণের লক্ষ্যে BMRE কর্মসূচী প্রণয়ন ও উহাদের অর্থনৈতিক সম্ভ্যাব্যতা যাচাই করণের মাধ্যমে বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান ;

খ) রুগ্ন মিলসমুহের অপরিশোধিত ঋণ পুনঃ তফশিলীকরণের মাধ্যমে ডিফল্টিং বিনিয়োগকারীদেরকে ঋণ পরিশোধের সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

গ) নমনীয় হার সুদে নুতন বিনিয়োগ ও চলতি মুলধন অর্থায়নের ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিল্প ইউনিট সমুহকে ঋণ সহায়তা প্রদানে উৎসাহিত করা ;

ঘ) প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে যথাযথ সরকারী সহায়তা প্রদান এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ।

অধ্যায় – ৬

নীটিং-নীট ডাইয়িং ও হোসিয়ারী শিল্প

৬.১ ভূমিকাঃ

দেশের নীটিং ও হোসিয়ারী শিল্প বহুকাল থেকে নীট ও হোসিয়ারী পণ্য যেমন- টি-শার্ট, পলো শার্ট, গেঞ্জী, জাঙ্গিয়া, ব্রেসিয়ার, প্যান্টি ইত্যাদির স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে আসছে। আশি দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশ নীট ওয়্যার পণ্যাদি তৈরী পোশাক হিসেবে বহির্বিশ্বে রপ্তানি শুরু করে। গত একদশকে নীট ওয়্যার রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে নীট ওয়্যার পণ্যের রপ্তানি মূল্য ছিল ২,৪৪৩ হাজার কোটি টাকা; যা ২০০৬-০৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১,৪৪৭ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। রপ্তানিমুখী নীট ওয়্যার শিল্পের এরূপ ক্রমবর্ধমান বস্ত্রের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রপ্তানিমুখী নিটিং ও নীট ডাইয়িং-ফিনিশিং ইউনিট গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া সনাতন প্রযুক্তি সম্বলিত বেশ কিছু সংখ্যক হোসিয়ারী কারখানা নীট বস্ত্রের স্থানীয় চাহিদা মেটাচ্ছে। দেশে গড়ে উঠা রপ্তানিমুখী নীটিং ও নীট ডাইয়িং শিল্প নীট ওয়্যার শিল্পের বস্ত্র চাহিদার প্রায় ৮২ শতাংশ স্থানীয় ভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে মেটাতে সক্ষম। দেশের রপ্তানিমুখী নীট-ওয়্যার শিল্পে বর্তমানে (২০০৬-০৭) বার্ষিক প্রায় ৩,৫৯২ মিলিয়ন মিটার (৫৯৮.০০ মিলিয়ন কেজি) নীট বস্ত্র ব্যবহৃত হয়; যার বিপরীতে স্থানীয় নীটিং ও নীট ডাইয়িং শিল্প ৪৯০ মিলিয়ন কেজি নীট বস্ত্র সরবরাহ করেছে। আগামী ২০১২ সাল নাগাদ রপ্তানিমুখী নীট ওয়্যার শিল্পে নীট বস্ত্রের চাহিদা দাঁড়াবে প্রায় ৯৬৪ মিলিয়ন কেজি; অর্থাৎ নীট বস্ত্রের চাহিদা-ঘাটতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে এবং এ ঘাটতি মেটানোর জন্য উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন নীটিং ও নীট-ডাইয়িং শিল্প স্থাপন বিশেষ প্রয়োজন।

৬.২ নীটিং-নীট ডাইয়িং ও হোসিয়ারী শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ ঃ

ক) রপ্তানিমুখী নীটিং ও নীট ডাইয়িং কারখানাসমূহের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কারখানা উচ্চ মানসম্পন্ন নীট বস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে রপ্তানিমুখী নীটওয়্যার শিল্পের সিংহ ভাগ চাহিদা পূরণ করে আসছে। তবে ছোট ও মাঝারী আকারের ইউনিটসমূহে বস্ত্র বুনন ও প্রক্রিয়ার জন্য পর্যাপ্ত উন্নত মানের প্রযুক্তিগত সুবিধাদি না থাকায় আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন নীট বস্ত্র উৎপাদনে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে ;

খ) দ্রুত অগ্রসরমান রপ্তানিমুখী নীট-ওয়্যার শিল্পের প্রয়োজনীয় সুতা ও কাপড় স্থানীয়ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নীটিং ও নীট-ডাইয়িং ইউনিট স্থাপন সংক্রান্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণ ও মুলধন এর অনুপাত এবং সুদের হার উদ্যোক্তার অনুকূলে নয় বিধায় আশানুরূপ বিনিয়োগ সংগঠিত হচ্ছে না;

গ) আমদানীতব্য যাবতীয় মুলধনী যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, রং-রসায়ন ও সাইজিং ম্যাটেরিয়ালস এর উপর উচ্চহারে শুল্ক ও কর আরোপিত থাকায় উৎপাদিত নীট বস্ত্র স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে অপ্রতিযোগী হয়ে পড়ছে;

ঘ) প্রতিযোগী দেশসমুহ কর্তৃক বস্ত্র উপখাতে প্রদত্ত প্রণোদনার প্রেক্ষিতে বস্ত্র পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ৫% ক্যাশ ইনসেনটিভ খুবই অপ্রতুল ;

ঙ) স্থল বন্দরের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিলতার (ব্যাংক গ্যারান্টি, প্রতিটি চালানের জন্য পৃথক অডিট, সুতার ল্যাব টেস্ট ইত্যাদি) কারণে আমদানীকারকগণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে;

চ) নীটিং ও নীট-ডাইয়িং উপখাতের ইউনিটসমূহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে একক ইউনিটের জন্য বর্জ্য নিস্কাশন ও বিদেশী ক্রেতার কমপ্লায়েন্স পালনে অসুবিধার সৃষ্টি হচেছ;

ছ) সনাতন হোসিয়ারী কারখানাসমূহ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যেমন- প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা, উন্নতমানের কাঁচামালের দুস্প্রাপ্যতা, ডাইয়িং ও ফিনিশিং-এ সনাতন প্রযুক্তির ব্যবহার, চলতি মূলধনের অভাব ইত্যাদি।

৬.৩ সুপারিশকৃত নীতিমালা ঃ

ক) স্থল বন্দরের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানীতে নানাবিধ জটিলতা দুর করার লক্ষ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দরের ন্যায় সহজতর নিয়মাবলী অনুসরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) এ উপখাতের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে নিটিং ও হোসিয়ারী কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় নতুন নীটিং ও হোসিয়ারী ইউনিট স্থপনের জন্য পৃথক 'নীট ভিলেজ' স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) নীটিং ও নীট-ডাইয়িং ইউনিটগুলোর বর্জ্য নিস্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বিদেশী ক্রেতার চাহিত কমপ্লায়েন্স পালন এবং পরিবেশকে দুষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে Effluent Treatment Plant স্থাপন এবং এ ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ও সুদে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ) স্থানীয় বাজারমুখী সনাতন হোসিয়ারী কারখানাগুলোর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রাপ্তি ও চলতি মূলধনের অর্থায়নে সহায়তা প্রদান।

অধ্যায় – ৭

ডাইয়িং–ফিনিশিং (বয়ন) উপখাত

৭.১ ভুমিকাঃ

আকর্ষণীয় ও উন্নতমানের রং, ডিজাইন ও ফিনিশিং বস্ত্রপণ্যের বিপণনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বর্তমানে দেশে উৎপাদিত বস্ত্রের চাহিদার মুল উৎস হচেছ স্থানীয় বাজার, রপ্তানি বাজার ও রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্প। দেশে বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় ও আধা–স্বয়ংক্রিয় ৩০০ টির অধিক ডাইয়িং–প্রিন্টিং–ফিনিশিং ইউনিট রয়েছে; যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১,৬০০ মিলিয়ন মিটার। বিদ্যমান ডাইয়িং–ফিনিশিং ইউনিটগুলোর মধ্যে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি দ্বারা স্থাপিত বেশ কিছু সংখ্যক ইউনিট আন্তর্জাতিক মানের বস্ত্র প্রক্রিয়াজাতকরণে সক্ষম। আধা–স্বয়ংক্রিয় ইউনিটসমুহের অধিকাংশই শুধুমাত্র সাধারণ মানের বস্ত্র প্রক্রিয়াজাত করে।

৭.২ ডাইয়িং–ফিনিশিং উপখাতের সমস্যাসমুহ ঃ

ক) অধিকাংশ ডাইয়িং–প্রিন্টিং–ফিনিশিং ইউনিটই আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পন্ন নয় বিধায় উন্নতমানের বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হচেছ;

খ) এ উপখাতে সুষম ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্প স্থাপনে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ অধিক হওয়ায় স্থানীয় উদ্যোক্তাগণ বিনিয়োগে বেশী উৎসাহ বোধ করেন না;

গ) উন্নতমানের গ্রে–বস্ত্রের ঘাটতি থাকায় ডাইয়িং–প্রিন্টিং–ফিনিশিং ইউনিটসমূহ রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাকের চাহিদা মেটাতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে ;

ঘ) প্রতিযোগী দেশসমূহ কর্তৃক বস্ত্র উপখাতে প্রদত্ত প্রণোদনার প্রেক্ষিতে বস্ত্র পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ৫% ক্যাশ ইনসেনটিভ খুবই অপ্রতুল ;

ঙ) বয়ন বস্ত্র ডাইয়িং–ফিনিশিং প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্থানীয় দক্ষ প্রযুক্তিবিদের সংখ্যা এখনও সীমিত বিধায় বিদেশী বিশেষজ্ঞদের উপর এ উপখাত বহুলাংশে নির্ভরশীল;

চ) এ শিল্পে ব্যবহৃত ডাইজ এন্ড কেমিক্যালস এর উপর শুল্ক ও কর আরোপিত থাকায় প্রতিযোগী দেশসমুহ অপেক্ষা স্থানীয় ভাবে বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণে অধিক খরচ পড়ে;

ছ) ডাইয়িং–ফিনিশিং কারখানার বর্জ্য নিস্কাশন ও ট্রিটমেন্টপ্লান্ট স্থাপনে উদ্যোক্তাদেরকে উচ্চ অংকের বিনিয়োগ করতে হয় বিধায় বেসরকারী খাত নিজস্ব উদ্যোগে বর্জ্য নিস্কাশন ও ট্রিটমেন্টপ্লান্ট স্থাপনে উৎসাহ বোধ করেন না।

৭.৩ সুপারিশকৃত নীতিমালা ঃ

ক) দেশে উন্নতমানের প্রয়োজনীয় পরিমান গ্রে–কাপড় উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রপ্তানিমুখী ওভেন পোশাক শিল্পের জন্য সিনথেটিক গ্রে–বস্ত্র (যে সকল গ্রে–বস্ত্র বর্তমানে খুবই স্বল্প পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে)

"বন্ডেড ওয়্যার হাউস" ব্যবস্থার মাধ্যমে ডাইয়িং–প্রিন্টিং–ফিনিশিং শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে আমদানী অব্যাহত রাখা ;

খ) বয়ন বস্ত্র ডাইয়িং–ফিনিশিং প্রক্রিয়ায় অধিক দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান ক্ষমতা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জোরদারের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

গ) উন্নতমানের বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণে সক্ষম আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পন্ন ডাইয়িং–ফিনিশিং শিল্প স্থাপনে উৎসাহব্যঞ্জক সহযোগিতা প্রদান করা হবে;

অধ্যায় – ৮

হস্তচালিত তাঁত শিল্প

৮.১ ভূমিকাঃ

দেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে হস্তচালিত তাঁত শিল্প অনাদিকাল থেকে বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ অবদান রেখে আসছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক এ শিল্পের সাথে জড়িত। কৃষির পরই গ্রামীণ কর্মসংস্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষেত্র হ'ল তাঁত শিল্প খাত। ২০০৩ সালের সম্পাদিত তাঁত শুমারী অনুযায়ী দেশে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ, তন্মধ্যে ৩ লক্ষাধিক তাঁত চালু রয়েছে। হস্তচালিত তাঁত শিল্প দেশের বস্ত্র চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ সরবরাহ করে থাকে। পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ করে মহিলাদের অন্তর্ভূক্তিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অনন্য। হস্ত চালিত তাঁত শিল্প বস্ত্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ মিটিয়ে বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র পণ্য সরাসরি রপ্তানী ছাড়াও রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পে ব্যবহারের লক্ষ্যে ঢাকা/গ্রামীণ চেক সরবরাহ করতে সক্ষম হচেছ।

৮.২ হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সমস্যাসমুহ ঃ

ক) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁতীগণ অসংগঠিত থাকার ফলে তাদের সার্বিক উন্নয়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিতে পারে না ;

খ) তাঁতীগণ সময়মত প্রয়োজনীয় কাউন্টের সুতা, রং-রসায়ন ও তাঁত সরঞ্জমাদি ন্যায্য মুল্যে প্রাপ্তিতে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয় ;

গ) তাঁতীদের চলতি মুলধনের প্রকট অভাবের কারণে দেশে বিদ্যমান ৫ লক্ষাধিক তাঁতের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৯২ হাজার তাঁত অচল রয়েছে। ঋণ প্রাপ্তির ব্যাপারে পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা না থাকায় তাঁতীগণ মহাজনদের নিকট থেকে অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করে থাকে ;

ঘ) দেশের চালু তাঁতের প্রায় অর্ধেকই নিম্ন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন পিট তাঁত এবং পিট তাঁতের আয় দিয়ে অনেকে সংসার যাত্রা নির্বাহে ব্যর্থ হয়ে এ পেশা ছেড়ে দিয়েছে ;

ঙ) বিদ্যমান বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রসমুহে প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে তাঁতীদের বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণে অসুবিধার সন্মুখীন হচ্ছে;

চ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্যকর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভাবে তাঁতীরা উন্নত ও আধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যর্থ হচেছ ;

ছ) বস্ত্রের নক্শা ও বয়ন উৎকর্ষতা যথেষ্ট উন্নত না হওয়ায় তাঁত শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যাদি ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে পারছে না ;

জ) তাঁতীদের উৎপাদিত দ্রব্য বিপণনের কোন পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান/সংগঠন না থাকায় উৎপাদিত বস্ত্র ন্যায্য মুল্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং মধ্যসত্ত্বভোগী ফড়িয়া, মহাজন ও ধনী ব্যবসায়িরা মুনাফার সিংহভাগ লুটে নেয় ;

ঝ) বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে সুতা বেআইনীভাবে স্থানীয় বাজারে অনুপ্রবেশ করায় আধুনিক বয়ন শিল্প সাময়িক সুবিধা পেলেও স্থানীয় সুতা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যা চুড়ান্ত পর্যায়ে দেশের বস্ত্র শিল্পের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলছে।

৮.৩ সুপারিশকৃত নীতিমালা ঃ

ক) তাঁতীদেরকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে তাঁতী সমিতি বিধিমালা ১৯৯১ অনুযায়ী ৩ ধরণের সমিতি তথা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও জাতীয় সমিতি গঠনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) তাঁতীদের জন্য সময়মত, নিয়মিত, ন্যায্য মূল্যে উন্নত মানের প্রয়োজনীয় সুতা, রং-রসায়ন এবং খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর রহিতকরণ/সর্বনিম্ন হারে শুল্ক ও কর আরোপকরণ;

গ) কাষ্টম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সুতা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিবন্ধিত প্রাথমিক তাঁতী সমিতির মাধ্যমে বিতরণে প্রদত্ত বিদ্যমান সুবিধা অব্যাহত রাখা ;

ঘ) তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প কর্মসূচীর আরও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত জনবল বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেসিক সেন্টার স্থাপন করা ;

ঙ) বেনারসী ও জামদানী কাপড় বুনন এর কাজে ব্যবহৃত পিট তাঁত ছাড়া স্বল্প উৎপাদনশীল বাকী পিট তাঁত পর্যায়ক্রমে অধিক উৎপাদনশীল সেমি-অটোমেটিক তাঁতে রূপান্তর করে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা ;

চ) বিদ্যমান বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলোকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য BMR কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা;

ছ) তাঁতীদেরকে উন্নত বয়ন প্রণালীতে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও আরও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে দু'বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট এ উন্নীত করা;

জ) বয়ন পূর্বক ও বয়ন উত্তর সেবা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে তাঁত নিবিড় অঞ্চলসমূহে আরও হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টার এবং সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার স্থাপন করা এবং বিদ্যমান সেন্টার সমূহের সার্বিক পরিচালনা নিশ্চিত করা;

ঝ) বস্ত্রের গুণগত মান ও আকর্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তাঁত বস্ত্রের নক্‌শার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ভাবে একটি নক্‌শা কেন্দ্র স্থাপন ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ছোট ছোট নক্‌শা কেন্দ্রস্থাপন করা ;

ঞ) তাঁত বস্ত্রকে বিদেশের বাজারে জনপ্রিয় করে তোলা এবং বিদেশে এর বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও বাংলাদেশী পণ্যের একক প্রদর্শনীতে তাঁত বোর্ডের নিবন্ধিত প্রাথমিক তাঁতী সমিতির সদস্য, তাঁত কারখানার মালিক, তাঁত বস্ত্র রপ্তানীকারকদের অংশ গ্রহণে ইপিবি কর্তৃক অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ট) বেনারসী শাড়ীর জরির কাঁচামাল ও অন্যান্য আমদানীকৃত কাঁচামালের উপর শুল্ক ও কর হ্রাস ও সুষম পর্যায়ে আনা;

ঠ) কৃত্রিম আঁশের সুতার উপর আরোপিত শুল্ক হার পর্যায়ক্রমে তুলাজাত সুতার পর্যায়ে নামিয়ে আনা ;

ড) পার্বত্য অঞ্চলের তাঁতীদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা ;

ঢ) তাঁতীদের উন্নতমানের বস্ত্র উৎপাদনে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের পুরস্কার, সম্মানসূচক সনদ ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা করা ;

ণ) তাঁত শিল্পজাত পণ্য জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে নানা ধরণের প্রদর্শণী, বিপণন কর্মসূচী, ক্রেতা-বিক্রেতা মিলন ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা;

ত) উন্নতমানের জামদানী ও বেনারসী কাপড়ের উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শিল্প নগরী স্থাপন, বিপণন ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন, ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা;

থ) হস্তচালিত তাঁত বস্ত্রের ক্ষেত্রে ন্যাপথল রং এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

অধ্যায় – ৯

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বস্ত্র শিল্প

৯.১ পটভূমি ঃ

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস (রাষ্ট্রীয়করণ) অর্ডার ২৭, ১৯৭২ এর মাধ্যমে ৭৪টি মিল নিয়ে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বিটিএমসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বিটিএমসি ও সরকারের উদ্যোগে ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে আরও ১২টি মিল প্রতিষ্ঠা করার ফলে বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বমোট মিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬টিতে। সরকারের বি-রাষ্ট্রীয়করণ শিল্পনীতির আওতায় মোট ৬৩টি বস্ত্র মিল হস্তান্ত র, বিক্রয় ও অবসায়নের ফলে বর্তমানে বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণে চালু ও বন্ধ/লে-অফসহ মোট ২০টি মিলে ২৪টি ইউনিট রয়েছে। এ ছাড়াও ৩টি বাস্তব সম্পদ বিহীন মিল নামেমাত্র বিটিএমসি'র তালিকায় রয়েছে।

৯.২ বিরাষ্ট্রীয়কৃত মিলের দায়-দেনা সংক্রান্ত ঃ

আশি দশকের প্রথম থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সরকারী খাতের মোট ৬৩টি মিল বিরাষ্ট্রীয়করণ/বেসরকারীকরণ করা হয়। বিরাষ্ট্রীয়কৃত ৬৩টি মিলের মধ্যে বেশকিছু মিলই অলাভজনক হওয়ায় উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে এবং এ সকল মিল সরকার/বিটিএমসিকে প্রদেয় ঋণ/পাওনা পরিশোধকরণে অসমর্থ।

৯.৩ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব মিলসমুহের নীতিমালা ঃ

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের মিলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে জমি, আবাসিক দালানকোঠা, কারখানাভবন, পরিচালনার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, ইউটিলিটি সার্ভিস ইত্যাদি সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল সম্পদ/সুবিধাদির ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণ ও মিলসমুহের বিরাষ্ট্রীয়করণের নিমিত্ত নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে ঃ

ক) বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মিলসমুহের যন্ত্রপাতি চালু রাখার নিমিত্ত মিলগুলোকে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় লিজ/সার্ভিস চার্জ এর মাধ্যমে পরিচালনা করা;

খ) মিলগুলো বেসরাকরীকরণের ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ আইন-২০০০ এ বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ ও বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা ;

গ) মিলের দায়-দেনা মিল বিক্রিলব্ধ অর্থ/মিলের উদ্বৃত্ত ও অব্যবহৃত জমি/সম্পত্তি বিক্রিলব্ধ অর্থ দ্বারা পরিশোধ করা, এ অর্থে সংকুলান না হলে সরকারী তহবিল হতে পরিশোধ করা;

ঘ) মিলসমুহ বিক্রি/বিরাষ্ট্রীয়করণ সহজীকরণের জন্য দায়-দেনা পরিশোধের দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা;

ঙ) জনবল সুষম করার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাবসরসহ শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চাকুরীকালীন বকেয়া সকল পাওনাদি সরকারী তহবিল থেকে পরিশোধ ত্বরান্বিত করা।

অধ্যায় – ১০

রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্প

১০.১ ভূমিকাঃ

রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্প ১৯৭৭-৭৮ সালে যাত্রা শুরু করে। এ শিল্প আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে অতি দ্রুত বিকাশ লাভ করে এবং ২০০৬-০৭ সাল নাগাদ দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রায় ৭৬ শতাংশ আহরণে সক্ষম হয়েছে। রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্প প্রধানতঃ দ্'ুভাগে বিভক্ত, যেমন- ওভেন পোশাক ও নীটওয়্যার। বিগত বছরসমুহে ওভেন পোশাক অপেক্ষা নীটওয়্যার রপ্তানির পরিমাণ দ্রুত বৃধ্বি পেয়েছে। বর্তমানে ওভেন পোশাক রপ্তানিতে বস্ত্র চাহিদা প্রায় ২,০০০ মিলিয়ন মিটার এবং এ চাহিদার প্রায় ২৫ শতাংশ দেশে উৎপাদিত বস্ত্র দ্বারা মেটানো হচেছ। দেশের পাওয়ারলুম শিল্পে কারিগরী পশ্চাদ-পদতা, দক্ষ প্রযুক্তিবিদের স্বল্পতা ও অন্যান্য সমস্যার কারণে বয়ন পোশাক শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্র সরবরাহে সীমাবধ্বতা রয়েছে। ফলে রপ্তানিমুখী ওভেন তৈরী পোশাকের বস্ত্র চাহিদার মাত্র ২৫ শতাংশ স্থানীয় বস্ত্র দ্বারা মেটানো হচেছ এবং বাকী বস্ত্র ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি'র মাধ্যমে আমদানি করতে হয় বিধায় এ শিল্প থেকে মুল্য সংযোজনের হার নীটওয়্যার শিল্পের তুলনায় অনেক কম।

অপরদিকে নীট-ওয়্যার শিল্পের বার্ষিক বস্ত্র চাহিদা প্রায় ২,৯৭০ মিলিয়ন মিটার (৪৯৫ মিলিয়ন কেজি)। এ চাহিদার প্রায় ৮০ শতাংশ সুতা ও ততোধিক নীট বস্ত্র যথাক্রমে স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচেছ। এখাতে সোয়েটার একটি দ্রুত সম্প্রসারণশীল পণ্য। বয়ন ও নীট পোশাকের প্রয়োজনীয় বস্ত্র চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে একটি সুপরিকল্পিত বিনিয়োগ কর্মসুচী গ্রহণ প্রয়োজন।

২০০৩-০৪ সালে পোশাক রপ্তানি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ ছিল ৫.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; যা দ্রুত বৃধ্বি পেয়ে ২০০৬-০৭ সালে ৯.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে ।

১০.২ রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্পের সমস্যাসমুহ ঃ

ক) প্রযুক্তিগত সীমাবধ্বতার কারণে উন্নত মানের অধিক মুল্য সংযোজনকারী বহুমুখী তৈরী পোশাক উৎপাদনে আশানুরূপ অগ্রগতি লাভে সক্ষম নয়;

খ) অধিকাংশ তৈরী পোশাক উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকগণ প্রকৃত বিদেশী ক্রেতাদের নিকট সরাসরি বাজারজাত করণে অপারগ;

গ) প্রতিযোগী দেশসমুহ কর্তৃক বস্ত্র উপখাতে প্রদত্ত প্রণোদনার প্রেক্ষিত বিবেচনায় বস্ত্র পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিদ্যমান ক্যাশ ইনসেনটিভ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল;

ঘ) স্থল বন্দরের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিলতার (ব্যাংক গ্যারান্টি, প্রতিটি চালানের জন্য পৃথক অডিট, সুতার ল্যাব টেস্ট ইত্যাদি) কারণে আমদানীকারকগণ বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে;

ঙ) আমদানীকৃত পণ্যাদি ছাড় করার ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুসৃত জটিল প্রক্রিয়া;

চ) বিদেশী ক্রেতাদের যাচিত কমপ্লায়েন্স পুরণে সীমাবধ্বতা;

ছ) সামাজিক দায়বধ্বতার সীমিত বাস্তবায়ন;

জ) স্বাস্থ্য সেবা ও পয়ঃ নিষ্কাশন সংক্রান্ত অপ্রতুল ব্যবস্থা;

ঝ) কারখানাসমুহ শহরের অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপুর্ণ বহুতল বিশিষ্ট দালানে অবস্থিত;

ঞ) কারখানাসমুহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে ডাইয়িং ও ওয়াশিং প্লান্ট থেকে নির্গত বর্জ্য নিস্কাশন সংক্রান্ত বিদেশী ক্রেতার কমপ্লায়েন্স পালনে অসুবিধা ;

ট) রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পের জন্য স্থানীয় বস্ত্র শিল্প বিশেষ করে উইভিং ও ডাইয়িং-ফিনিশিং উপখাত কর্তৃক উন্নতমানের প্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপাদনে সীমাবধ্বতা ;

ঠ) তৈরী পোশাক উৎপাদন ও বিপণন জোরদার করার লক্ষ্যে মার্চেনডাইজিং ও ফ্যাশান টেকনোলজী সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল;

ড) তৈরী পোশাকের বাজার সম্প্রসারনের লক্ষ্যে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কর্মকান্ড পরিচালনার সহায়ক তথ্য ও বাজার পরিসংখ্যান এর অপ্রতুলতা ;

ঢ) তৈরী পোশাকের বিশ্ব বাজার সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা।

১০.৩ সুপারিশকৃত নীতিমালা ঃ

ক) তৈরী পোশাকের রপ্তানিবাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানিমুল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরাসরি বিদেশী ক্রেতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ;

খ) স্থল বন্দরের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানীতে নানাবিধ জটিলতা দুর করার লক্ষ্যে কাস্টম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দরের ন্যায় সহজতর নিয়মাবলী অনুসরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে এনবিআর এর বিদ্যমান আমদানী নীতিমালা গুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও আধুনিকায়ন করা ;

ঘ) বিদেশী ক্রেতাদের যাচিত কমপ্লায়েন্স পুরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক ও কর্মচারীদের সামাজিক দায়বদ্ধতা (কর্মঘন্টা নির্ধারণ, শ্রমিক আইনের প্রয়োগ, পরিবেশগত দুষণ থেকে নিরাপত্তা প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা, অগ্নিকান্ড থেকে নিরাপত্তা প্রদান, ক্ষতিপুরণ ও বীমা ব্যবস্থা বিধান ইত্যাদি) পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) রপ্তানিমুখী পোশাক উৎপাদনে উন্নতমানের দেশীয় বস্ত্র সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আমদানী নির্ভরশীলতা হ্রাস ও তৈরী পোশাক রপ্তানি থেকে অধিকতর মুল্য সংযোজনের উদ্দেশ্যে বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপখাতের (বিশেষ করে উইভিং ও ডাইয়িং-ফিনিশিং) সাথে তৈরী পোশাক শিল্পের কার্যকর পশ্চাদ-সংযোগ স্থাপন করা ;

চ) তৈরী পোশাক উৎপাদন, উৎকর্ষতা সাধন ও বিপণন জোরদার করার লক্ষ্যে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনীয়ারিং, মার্চেনডাইজিং, ফ্যাশান টেকনোলজী ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;

ছ) তৈরী পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কর্মকান্ড জোরদারকরণ এবং তথ্য ও বাজার পরিসংখ্যান সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ়করণ;

জ) বিদেশে অবস্থিত দেশের দুতাবাসসমুহকে তৈরী পোশাক শিল্প কর্তৃক নতুন বাজার সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়ক ভুমিকা পালনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

অধ্যায় – ১১

বস্ত্র ও তৈরী পোশাক সংশ্লিষ্ট (Allied) উপখাত

১১.১ ভূমিকাঃ

বস্ত্র ও তৈরী পোশাকের সুষ্ঠু উৎপাদন, সংশ্লিষ্ট নানা ধরণের Allied বস্ত্র পণ্যের উৎপাদনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন সুতাকল ও বস্ত্রকলের উৎপাদন নির্ভর করে খুচরা যন্ত্রাংশ ও এক্সেসরিজ সরবরাহের উপর, ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং শিল্পের উৎপাদন নির্ভর করে স্টার্চ, ব্লিচিং এক্সেসরিজ, রং ও রসায়নের সরবরাহের উপর, পোশাক শিল্পের উৎপাদন নির্ভর করে সেলাই সুতা, বোতাম, লেবেল, কার্টুন, জিপার, ইলাষ্টিক ইত্যাদি সরবরাহের উপর। তাছাড়া ভোক্তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বস্ত্র নির্ভর অনেক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে যেমন- বাটিক ও লেস শিল্প।

১১.২ Allied উপখাতের সমস্যাসমুহ ঃ

ক) এ সকল শিল্প রপ্তানিমুখীপোশাক শিল্পের চাহিদা ভিত্তিক সুপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি ;

খ) এ সকল শিল্প উন্নতমানের পণ্যের পূর্ণাংগ চাহিদা মেটাতে এখনো সক্ষমতা অর্জন করেনি ;

গ) ছোট ছোট আকারের এ সকল কুটির শিল্প শিল্পায়নের প্রতিকুল পরিবেশে স্থাপিত হওয়ায় পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে ;

ঘ) অধিকাংশ শিল্পই ছোট আকারের বিধায় বিনিয়োগ ও চলতি মুলধন যোগানের ব্যাপারে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে ;

ঙ) এ শিল্পের উদ্যোক্তাগণ রপ্তানীমুখী পোশাকশিল্পের মুল ঋণপত্রের মালিকদের সাথে দর কষাকষিতে দুর্বল হওয়ায় উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য বাজারজাতকরণে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

১১.৩ সুপারিশকৃত নীতিমালা ঃ

ক) এ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ বিভিন্ন পণ্যের সুনির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী হওয়া উচিৎ যাতে ভবিষ্যতে এ খাতে নুতন কোন রুগ্ন শিল্প সৃষ্টি না হয়;

খ) ভবিষ্যতে এ সকল Allied শিল্প যাতে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনে সক্ষম আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে ;

গ) সুচারুরূপে পরিচালন নিশ্চয়তা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সকল শিল্প প্রস্তাবিত আরএমজি ভিলেজের নিকটবর্তী জায়গায় স্থানান্তরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;

ঘ) এ সকল শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগ ও চলতি মুলধন অর্থায়নে অগ্রাধিকার প্রদান ;

ঙ) এ সকল শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মুল্য প্রাপ্তি ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান।

অধ্যায় – ১২

দেশীয় বস্ত্র শিল্পের কাঁচামালের স্থানীয় উৎপাদন

১২.১ ভূমিকাঃ

দেশের বস্ত্র শিল্পের প্রধান উপকরণ কাঁচাতুলা ও কৃত্রিম আঁশ। দেশে উৎপাদিত কাঁচাতুলা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। বাংলাদেশে দু' ধরনের তুলার চাষ হয়। বিগত ৩ বছরে দেশে গড়ে ৭৮ হাজার বেল আঁশ তুলা উৎপাদিত হয়েছে যা মোট চাহিদার মাত্র ৪-৫ শতাংশ । অন্যান্য ফসলের তুলনায় কাঁচাতুলা সীমিত পরিমাণে উৎপাদিত হয় বিধায় তুলা উৎপাদন লাভজনক ফসল হওয়া সত্ত্বেও এখনও জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। তবে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জমির বৈশিষ্ট্য এ ফসল উৎপাদনের উপযোগী। এ সকল কারণে বাংলাদেশে এ ফসলের উৎপাদন সম্ভাবনাময়।

১২.২ বিদ্যমান সমস্যা ঃ

ক) দেশের খাদ্য চাহিদা মিটানোর জন্য বিদ্যমান উৎপাদনক্ষম জমির উপর অত্যধিক চাপ পড়ায় তুলা উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি পাওয়া দুস্কর ;

খ) দেশে কৃত্রিম আঁশের উৎপাদন খুবই সীমিত হওয়ার কারণে দেশীয় বস্ত্র শিল্প কাঁচামালের জন্য আমদানী নির্ভর রয়ে গেছে ।

১২.৩ সুপারিশকৃত নীতিমালা ঃ

ক) তুলা উৎপাদন কর্মসুচী অধিকতর জোরদার করার মাধ্যমে দেশে তুলা চাষ উপযোগী বিভিন্ন এলাকায় তুলা চাষের সম্প্রসারণ করা ;

খ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে উন্নতমানের তুলা বীজ আমদানীর ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মসুচী গ্রহণ করা ;

গ) তুলা উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্য চাষীদেরকে প্রয়োজনে নগদ সহায়তা প্রদানসহ বীজ তুলা, সার ও কীটনাশক ঔষধ ন্যায্য মুল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

ঘ) তুলার আঁশ থেকে বীজ পৃথকীকরণের জন্য আধুনিক Ginning ব্যবস্থা চালু করা ;

ঙ) তুলাচাষ সম্প্রসারণের পাশাপাশি কৃত্রিম আঁশ উৎপাদনে নুতন প্রযুক্তি ব্যবহার এবং দেশীয় পেট্রো-কেমিকেল শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে কৃত্রিম আঁশ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;

চ) কৃত্রিম আঁশ (পলিয়েস্টার, এক্রাইলিক, ভিসকস, নাইলন ইত্যাদি) উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দেশীয় পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে কৃত্রিম আঁশ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ছ) তুলা, পাট ও অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তুর (রেশম, উল ইত্যাদি) সংমিশ্রনে সুতা উৎপাদনের পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ করে জিনস্, টুইল, ডেনিম বস্ত্র উৎপাদনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করা;

জ) অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তু যথা- আনারসের পাতা, কলা গাছের আঁশ, ধনিচা, বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র উৎপাদনে সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করা।

অধ্যায় – ১৩

মানব সম্পদ উন্নয়ন

১৩.১ ভূমিকাঃ

কোটা উত্তর বিশ্ব বাণিজ্য পরিমন্ডলে দক্ষতার সঙ্গে বস্ত্র খাতের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং উন্নত প্রযুক্তিগত জ্ঞান সমৃদ্ধ পর্যাপ্ত জনবলের অভাব। যে কারণে বস্ত্রকল সমুহের বিভিন্ন উপখাতের শিল্পসমুহের দক্ষ পরিচালনা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিদেশ থেকে জনবল ও বিশেষজ্ঞ এনে বহু সংখ্যক মিল পরিচালনা করতে হচ্ছে। এতে যেমন উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি বস্ত্র শিল্প বিদেশী জনবলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নের নিমিত্ত অবিলম্বে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২০০৬ সালের জরীপ অনুযায়ী বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে কারিগরী ও বাজারজাত খাতে জনবলের চাহিদা ছিল ৭০ হাজার এবং এ চাহিদার বিপরীতে নিয়োজিত জনবলের পরিমাণ ছিল ৪০ হাজার। একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, ২০১০ সাল নাগাদ বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে কারিগরী ও বাজারজাত কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য জনবলের প্রয়োজন হবে ১ লক্ষ ২০ হাজার। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের জনা কারিগরী ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত জনবলের চাহিদা ঘাটতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে।

১৩.২ বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের জনবল সৃষ্টির জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসুচী ঃ

বর্তমানে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে প্রয়োজনীয় কারিগরী জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সরকারী ও বেসরকারী খাতে পরিচালিত হচেছঃ

ক্রঃ নং	বিদ্যমান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা
(ক)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ	
(১)	কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (বিএসসি টেক্সটাইল)	১
(২)	বস্ত্র দপ্তর ঃ	
	- টেক্সটাইল কলেজ (বস্ত্র প্রযুক্তিতে স্নাতক ডিগ্রী প্রদানকারী)	৪
	- টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট	৬
	- টেক্সটাইল ভোকেশন্যাল ইনস্টিটিউট (এস এস সি মানের)	৪০
(৩)	বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে টেক্সটাইল ফ্যাকাল্টি	৫
(৪)	তাঁত বোর্ডের অধীনে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	৬
(৫)	বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	১
(খ)	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	৩
	মোট ঃ	৬৬

১৩.৩ প্রশিক্ষণ, টেস্টিং ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঃ

১৩.৩.১ NITTRAD শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ঃ

দেশের বস্ত্র শিল্প বহু বছর থেকে বিভিন্ন সমস্যা যেমন- অগ্র-পশ্চাদ শিল্পের অসামঞ্জস্যতা, এ শিল্পের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নিম্ন উৎপাদনশীলতা ও গুণগত মানের কারণে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বস্ত্র পণ্য প্রতিযোগী নয়, উৎপাদন ক্ষমতার নিম্ন ব্যবহার, শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির অপ্রতুলতা, দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার স্বল্পতা,

প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধার অভাবে আধুনিক বস্ত্র নক্‌শা ও উন্নত ফ্যাশানের অপ্রতুলতা ইত্যাদির সম্মুখীন হচ্ছে। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের বস্ত্র শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশনের উদ্যোগে বস্ত্র শিল্পে নিয়োজিত জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে স্থাপিত "Textile Industry Development Centre (TIDC)" এর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন প্রশিক্ষক ও উন্নত মানের প্রযুক্তিসম্পন্ন প্রশিক্ষণ ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে টিআইডিসিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে "National Institute of Textile Trining Research and Design (NITTRAD)" প্রকল্পের বাস্তবায়ন জুন ২০০৭ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।

বিদ্যমান সমস্যা ঃ

ক) নিট্রেড বহু বছর থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষক এর অভাবে বস্ত্র শিল্পের কারিগরী ও মার্কেটিং কর্মকান্ডের সাথে জড়িত জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদানে অসুবিধার সম্মুখীন হচেছ;

খ) বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও টেস্টিং ইকুইপমেন্ট দক্ষ পরিচালনার অভাবে যাচিত সুফল দানে ব্যর্থ হচ্ছে।

সুপারিশকৃত নীতিমালা ঃ

ক) নিট্রেড এর কারিগরী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইউ/ইউনিডো এর আর্থিক সহায়তায় নিট্রেড ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বস্ত্র শিল্পের প্রশিক্ষণ এর সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ;

খ) এ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে নিট্রেড এ বস্ত্র শিল্পের উদ্যোক্তাগণ/সমিতি সমুহ ও নিট্রেড এর যৌথ সহযোগীতায় ৪ বছর মেয়াদী "স্যান্ডউইচ ডিপ্লোমা কোর্স " চালু করা হবে ;

গ) বর্তমানে পরিচালিত ১ বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স ছাড়াও বস্ত্র ও পোশাক উপখাতের কারিগরী ও মার্কেটিং কর্মকান্ডে নিয়োজিত জনবলের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ;

ঘ) বিদ্যমান প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্টগুলোকে প্রয়োজনীয় সমন্বয়, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।

১৩.৩.২ বিজিএমইএ ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশান এন্ড টেকনোলজি (বিআইএফটি) ঃ

রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাকের ডিজাইন ও ফ্যাশান বিশ্বের একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিষয়। দেশের তৈরী পোশাক শিল্প ডিজাইন ও ফ্যাশান উন্নয়নে মুলতঃ বিদেশী ক্রেতাদের উপর নির্ভরশীল। রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয় উন্নত ডিজাইন ও ফ্যাশান প্রযুক্তিতে শিক্ষিত ও দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশান "বিজিএমইএ ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (বিআইএফটি)" নামক একটি প্রতিষ্ঠান ১৯৯৯ সালে স্থাপন করে। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকান্ড আরম্ভের পর থেকে ফ্যাশান ডিজাইন, এ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড টেকনোলজি, নীট-ওয়্যার ও সুয়েটার মার্চেন্ডাইজিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়ে আসছে।

উন্নত প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিগত বাস্তব জ্ঞান ও শিক্ষাগতযোগ্যতা সম্পন্ন স্থানীয় প্রশিক্ষকের স্বল্পতার কারণে ক্রমবর্ধমান বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টি একান্ত আবশ্যক। বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিদ্যমান জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন ও গুনগতমান বৃদ্ধি ও পরামর্শক সেবা প্রদানের মাধ্যমে

বস্ত্রপণ্যকে প্রতিযোগী করার জন্য NITTRAD ও BIFT তে কারিগরী ও মার্কেটিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য ইইউ এর অর্থায়নে ২টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ২০০৯ সাল পর্যন্ত নিম্নোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

ক) বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে নিয়োজিত কারিগরী ও মার্কেটিং জনবলের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উৎকর্ষতা সাধনের জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা পরিচালনা, বস্ত্র ও বস্ত্র পণ্য উৎপাদনে সর্বস্তরে মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার;

খ) পোশাক শিল্পের ফ্যাশান ডিজাইন, মার্চেন্ডাইজিং, মার্কেটিং ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;

গ) কনসালটেন্সি ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যমান পুরাতন মিলসমুহের বিএমআর ও নতুন শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান;

ঘ) রপ্তানি বহুমুখীকরণ কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে CAD/CAM প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বুনন ব্যবস্থার প্রচলন।

বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন সংক্রান্ত ঃ

ক) প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন ;

খ) সিউইং ল্যাব সহ বিদ্যমান ল্যাবে উন্নত যন্ত্রপাতি সংযোজন;

গ) বস্ত্র পণ্যের পরীক্ষণ ল্যাবে যন্ত্রপাতির সংযোজন ;

ঘ) রপ্তানি বহুমুখীকরণ কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে CAD/CAM ব্যবস্থা চালুকরণ।

সুপারিশকৃত নীতিমালা ঃ

ক) ইইউ এর আর্থিক সহায়তায় ইউনিডো কর্তৃক BIFT এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার নিমিত্ত বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগের মাধ্যমে কারিগরী সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ;

খ) BIFT এর দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স সমুহ বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের দক্ষ জনবলের ভবিষ্যৎ চাহিদারমেটানোর লক্ষ্যে পরিচালিত হবে;

গ) সিউইং ল্যাব, বিদ্যমান ল্যাব ও টেক্সটাইল টেষ্টিং ফ্যাসিলিটিজ এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ইকুইপমেন্ট স্থাপন করা হবে ;

ঘ) BIFT এর অধীন CEPD তে CAD/CAM সুবিধাদির সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বুনন ব্যবস্থার প্রচলন জোরদারকরণ ।

১৩.৩.৪ ইন্‌ষ্টিটিউট অফ এ্যাপারেল রিসার্চ এ্যান্ড টেকনোলজি (iART) ঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান রপ্তানিমুখী নীটিং ও নীট-ওয়্যার শিল্পের উন্নয়নে গবেষণা প্রশিক্ষণ ও টেকনোলজি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ নীট-ওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোটার্স এ্যাসোসিয়েশন ২০০৭ সালের প্রথম দিকে ইন্‌ষ্টিটিউট অফ এ্যাপারেল রিসার্চ এ্যান্ড টেকনোলজি (iART) নামক প্রতিষ্ঠানটি GTZ এর আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

iART এর ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদির উন্নয়ন সংক্রান্ত ঃ

ক) প্রযুক্তিগত ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ব্যবস্থাদি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

খ) প্রযুক্তিগত গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে টেক্সটাইল ও এ্যাপারেল ল্যাবরেটরীর সুযোগ- সুবিধার উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজন

গ) কারিগরী বিষয় সম্পর্কিত গবেষণামুলক বই-পত্র, ম্যাগাজিন, জার্নাল ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সুপারিশকৃত নীতিমালা ঃ

প্রতিষ্ঠানটির কারিগরী ও উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে ঃ

ক) নীটিং ও নীট-ওয়্যার শিল্পের উন্নয়নে গবেষণা পরিচলিনা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ ;

খ) টেক্সটাইল ও এ্যাপারেল ল্যাব এবং টেষ্টিং ইকুইপমেন্ট সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদান ;

গ) গ্রন্থাগারটি পরিপুর্ণ ভাবে গড়ে তোলার জন্য কারিগরী বিষয় সম্পর্কিত গবেষণামুলক বই-পত্র, ম্যাগাজিন, জার্নাল ইত্যাদি সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

অধ্যায় – ১৪

রাজস্ব এবং আর্থিক প্রণোদনা

১৪.১ বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের সকল উপখাত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও এ্যাক্সেসরিজ, রং-রসায়ন, বস্ত্রশিল্পের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উৎপাদিত পণ্যের আমদানী, কর অবকাশ, নুতন শিল্প স্থাপন ও BMRE খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ডেট-ইকুইটির অনুপাত, নগদ সহায়তার হার, স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের উপর সুদের হার ইত্যাদি বিষয়ে কিছু সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আসছে। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্মোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে ঃ

১৪.২ **সুপারিশকৃত নীতিমালা ঃ**

ক) দেশে উৎপাদিত বস্ত্র পণ্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী করার লক্ষ্যে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের জন্য আমদানীতব্য যাবতীয় মুলধনী যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, এ্যাক্সেসরিজ, রং-রসায়ন ও সাইজিং ম্যাটেরিয়াল্স ইত্যাদি এর শুল্ক ও করমুক্ত আমদানীর ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) টেক্সটাইল ম্যাশিনারী (আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উৎপাদনকারীদের লাইসেন্স এর মাধ্যমে), যন্ত্রাংশ ও এ্যাক্সেসরিজ, রং-রসায়ন, সাইজিং ম্যাটেরিয়াল্স ইত্যাদি উৎপাদনে নুতন বিনিয়োগ এর ক্ষেত্রে উৎসাহমুলক প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ ;

গ) বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে নুতন বিনিয়োগ ও পুরাতন মিলের BMRE খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ডেট-ইকুইটির অনুপাত ব্যাংক-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে (৭০ঃ৩০ অথবা বিনিয়োগকারীদের সহায়তামুলক অন্য কোন অনুপাত) নমনীয় পর্যায়ে নির্ধারণ এবং বার্ষিক সুদের হার নমনীয় পর্যায়ে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সহ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উপখাতগুলোকে নিম্নক্রমানুসারে অগ্রাধিকার প্রদান ঃ

- বয়ন বস্ত্র প্রক্রিয়াকরন;
- সুষম ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক বয়ন কারখানা;
- স্পিনিং মিল;
- নীটিং ও নীট ডাইয়িং;
- স্পেশালাইজড টেক্সটাইল এবং ছোট ও মধ্যম আকারের পাওয়ার লুম ইউনিট;
- তৈরী পোশাক ও Allied ইন্ডাষ্ট্রিজ;

ঙ) তৈরী পোশাক রপ্তানীতে স্থানীয় সুতা ও অন্যান্য বস্ত্র পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহকারীদেরকে (তাঁত বস্ত্র , টেরী টাওয়েল ও লিনেন পণ্য সহ) বর্তমান নগদ সহায়তার হার গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে বৃদ্ধি করা এবং পরবর্তীতে এ উপখাতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগীতার অবস্থান পর্যালোচনা করে নগদ সহায়তার হার হ্রাস/বৃদ্ধিকরণ;

চ) সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তীতে নুতন শিল্প স্থাপন সংক্রান্ত কর অবকাশ (Tax – Holiday) পুনঃর্বিন্যাস করণ;

ছ) কর অবকাশের বিকল্প হিসেবে নুতন বস্ত্র শিল্প প্রথম বছর ১০০% অবচয় (Depreciation) সুবিধা প্রদান এবং যে সকল শিল্প কর অবকাশ সুবিধা পাচ্ছে, সে সকল সম্প্রসারিত ইউনিটের ক্ষেত্রে ২য় বছর ৮০% এবং ৩য় বছর ২০% অবচয় সুবিধা প্রদান;

জ) সে সকল বস্ত্র ও তৈরী পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কর অবকাশ এবং কর সুবিধা প্রদান করা যাবে না, সে সকল উপখাতের ক্ষেত্রে আয়করের হার যৌক্তিক পর্যয়ে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

অধ্যায় – ১৫

বস্ত্র শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য নীতিমালা

১৫.১ বস্ত্র খাতে কর্মসংস্থান ও মহিলা শ্রমিক ঃ

বস্ত্র শিল্প একটি শ্রম নিবিড় উপখাত। এ উপখাতে বর্তমানে ৪৫ লক্ষাধিক জনবল প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত আছে। আগামী বছরসমুহে বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের সম্প্রসারণের সাথে সাথে এ শিল্পে কর্মসংস্থান দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই মহিলা। মহিলাদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বস্ত্র খাত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম। দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের সম্পৃক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে বস্ত্রখাতে প্রায় ৪০ ভাগ মহিলা শ্রমিক রয়েছে এবং তৈরী পোশাক শিল্পে মহিলা শ্রমিক প্রায় ৮৫%।

১৫.১.১ বিদ্যমান সমস্যা ঃ

ক) বর্তমানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মহিলা শ্রমিক/কর্মচারীদের উপযুক্ত বাসস্থান, গর্ভকালীণ ছুটি ও আর্থিক সহায়তা, রাতের শীফটে কাজ করার ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তার অভাব, অনেকের ক্ষেত্রেই চাকুরীতে নিয়োগ চুক্তি দেয়া হয় না ইত্যাদি;

খ) মহিলাদেরকে বস্ত্র শিল্প খাতে ভবিষ্যত নিয়োগ সংক্রান্ত কৌশলগত পরিকল্পনার অভাব।

১৫.১.২ সুপারিশকৃত নীতিমালা ঃ

ক) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মহিলা শ্রমিক/কর্মচারীদের উপযুক্ত আবাসিক সুবিধা, গর্ভকালীণ ছুটি ও ভাতা, রাতের শীফটে নিরাপত্তা, চাকুরীর নিয়োগ চুক্তি ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মহিলা শ্রমিক/কর্মচারীদের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে ভবিষ্যত নিয়োগ সংক্রান্ত কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) বস্ত্র ও পোশাক শিল্প স্থাপনে মহিলা উদ্যোক্তাদেরকে দেশের শিল্পায়নে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিল্প নীতি ২০০৫ এ বর্ণিত সুযোগ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি অনুসরণ করা হবে।

১৫.২ বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা, পরামর্শ সেবা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ

বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের মত দ্রুত উন্নয়নশীল উপখাতের সুপরিকল্পিত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা, পরামর্শ সেবা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য। এ সকল কর্মকান্ড বর্তমানে খুবই সীমিত আকারে পরিচালিত হচ্ছে যা সুসংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবেঃ

ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বস্ত্রখাতের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য সহায়ক নীতিমালা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর সফল বাস্তবায়নে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ;

খ) বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের নুতন উদ্যোক্তা ও বিদ্যমান পুরাতন শিল্পসমূহের ইগজউ কর্মসুচী বাস্তবায়নে পরামর্শ সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ;

ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী খাতের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এ শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক নীতিগত সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত বিদ্যমান টেক্সটাইল স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের পরিচালনা অব্যাহত রাখা।

১৫.৩ বস্ত্র খাতের জন্য তথ্য ব্যাংক ঃ

সরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারী বস্ত্র খাতের বিভিন্ন উপখাতের সমিতিগুলোকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করণ, উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, এ্যাকশন রিসার্চ পরিচালনার মাধ্যমে বস্ত্র খাতের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৌশলগত কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তির ফলপ্রসু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র দপ্তরে একটি সুসংগঠিত ডাটা ব্যাংক স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৫.৪ রুগ্ন বস্ত্রশিল্পসমুহের পুণর্বাসন ঃ

দেশের বস্ত্রখাতের বিভিন্ন উপ-খাতের অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান বর্তমানে রুগ্ন অবস্থায় রয়েছে । এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা নানাবিধ এবং এদের রুগ্ন হবার কারণও ভিন্নতর। দেশে বস্ত্রখাতে মোট কতগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন অবস্থায় রয়েছে, এ লক্ষ্যে একটি জরিপ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অতি সত্ত্বর সম্পন্ন করে রুগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবিলম্বে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহন করা হবে।

১৫.৫ বস্ত্র পণ্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি ঃ

দেশের বস্ত্রখাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সংগে স্থানীয় বাজারের একটি নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। স্থানীয় বাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে বস্ত্রখাতের পণ্য প্রতিযোগিতামুলক মুল্যে স্থানীয় বাজারে সহজলভ্য হয়। কিন্তু অবৈধভাবে বিদেশ থেকে বস্ত্র পণ্য দেশে প্রবেশ করে নিম্নোক্ত সমস্যা সৃষ্টি করেঃ

ক) বিদেশ থেকে অবৈধভাবে স্বল্পমুল্যে আসা বস্ত্র পণ্য স্থানীয় বাজারকে অস্থিতিশীল ও অপ্রতিযোগী করে তোলে ;

খ) স্থানীয় দুর্বল বস্ত্র শিল্প প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে না পারায় ক্রমান্বয়ে রুগ্ন শিল্পে পরিনত হয় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহ দেশের বেকারত্ব দুরীকরনে ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে পড়ে।

এ অবস্থা মোকাবেলায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক ঃ

ক) সরকারীভাবে কঠোর নীতি নির্ধারনপুর্বক সকল পণ্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধের কার্যক্রম গ্রহণ;

খ) দেশের সকল স্থল ও জলপথে আমদানীকৃত পণ্যের উপর মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারসহ সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে অবৈধ আমদানী রোধে কার্যকর ভুমিকা পালনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) শুল্ক কর্তৃপক্ষের মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গহণ।

১৫.৬ বস্ত্র খাতের জন্য নির্ধারিত Compliance বাস্তবায়ন ঃ

বিদেশী ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্র ও পোশাক শিল্প সংক্রান্ত Compliance একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। এর মধ্যে পরিবেশ দুষণরোধ, শিল্প কারখানার সুযোগসুবিধা নিশ্চিতকরণ, শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত বিধিবিধান প্রতিপালন, ETP স্থাপন, অগ্নিপ্রতিরোধ, কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি অপরিহার্য। এ সকল বিষয়াদির কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা না গেলে ভবিষ্যতে বস্ত্র পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকা বাংলাদেশের পক্ষে কঠিন হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ঃ

ক) Compliance সমুহ মেনে চলার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনগুলোকে সচেষ্ট হতে হবে এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়) সুনির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক বাস্তবায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করবে ;

খ) Compliance সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে এ সকল বিষয়ে গুরুত্ব অনুধাবনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, সেমিনার আয়োজন ও Demonstration পদ্ধতি অনুসরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৫.৭ তৈরী পোশাক শিল্পসহ পিটিএস এর জন্য শহরের বাইরে ETP স্থাপনসহ বিশেষ শিল্প এলাকা গড়ে তোলা ঃ

বস্ত্র শিল্পের, বিশেষ করে উইভিং ও ডাইয়িং-ফিনিশিং কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ। এ সকল বর্জ্য পরিশোধনের লক্ষ্যে Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। ETP স্থাপনের জন্য সুবিধাজনক ভাবে দেশের শিল্পায়িত এলাকাসমূহকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে অঞ্চল ভিত্তিক ETP স্থাপন বিজ্ঞানসম্মত হবে। ETP স্থাপনের ব্যাপারে নিম্মোক্ত ৪টি বিষয় বিবেচনায় আনা যুক্তিযুক্তঃ

১) ETP স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানীর ক্ষেত্রে সকল প্রকার শুল্ক ও কর রহিতকরণ;

২) ETP স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি, আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানীর জন্য পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নমনীয় হারে সুদ আরোপের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩) শিল্প অঞ্চলসমূহকে বিভিন্ন জোনে বিভক্ত করে কেন্দ্রীয়ভাবে ETP স্থাপনের ব্যাপারে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান; এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, রাজউক, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বিটিএমএ, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং টেরি টাওয়েল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে;

৪) ETP স্থাপনে স্থানীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারে সরকার কর্তৃক উৎসাহ প্রদান।

১৫.৮ বস্ত্রখাতে সর্বাধিক অনুকূল প্রাধিকারপ্রাপ্ত বাণিজ্যিক ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার ঃ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এল-ডি-সি দেশসমূহকে অন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা দানের লক্ষ্যে নানাবিধ সুযোগসুবিধা দিয়ে আসছে। এর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রদত্ত GSP সুবিধা, EBA সুবিধা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নরওয়ে, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি দেশের প্রদত্ত শুল্ককর সুবিধা, SAFTA ও বিমসটেক এর অধীনে প্রাপ্ত সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ ব্যবসায়ীদের ধারণা অত্যন্ত ক্ষীণ। ফলে এসকল স্কীমের অধীনে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার পুর্ণ সদ্ব্যবহার তারা অনেক ক্ষেত্রেই ভোগ করতে পারেন না। এ ব্যাপারে নিম্লোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ঃ

ক) উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার পুর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য তথ্যের আদান-প্রদানের দায়িত্ব বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় যৌথভাবে পালন করবে;

বস্ত্রখাতে সর্বাধিক অনুকূল প্রাধিকার প্রাপ্ত বাণিজ্যিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ যে কোন রুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পুর্বে সংশ্লিষ্ট খাতের সমিতি ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ ও আলোচনার বিধান অনুসরণ করা হবে।

অধ্যায় - ১৬

প্রাথমিক বস্ত্রখাতে দেশী/বিদেশী বিনিয়োগ

১৬.১ ভূমিকাঃ

প্রাথমিক বস্ত্রখাতে বিদেশী বিনিয়োগ সকল সময়ই উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড একক সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিদেশী উদ্যোক্তাগণ বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ সম্পর্কে তথ্য পেতে চাইলে বিনিয়োগ বোর্ডে যোগাযোগ করতে পারেন। বিনিয়োগ বোর্ড বিনিয়োগ পুর্ব তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। এছাড়া তারা বিশেষ সহায়তা (যার মধ্যে বিমান বন্দরে ভিসা প্রদান ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে পরামর্শ, হোটেল রিজার্ভেশন, ল্যান্ডিং পারমিট ইত্যাদি) প্রদান এবং সে সঙ্গে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা দিয়ে থাকে। বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগবোর্ড নিম্নোক্ত সেবা দিয়ে থাকে :

- কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন;
- শিল্প নিবন্ধন;
- শিল্প প্লট বরাদ্দের সুপারিশ;
- সকল Utility Services এর প্রয়োজনীয় সহায়তা;
- বিদেশী ঋণ/সাপ্লাইয়ার্স ক্রেডিট/পেই স্কীম ইত্যাদি রেজিস্ট্রেশন;
- যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানী এবং ছাড়করণ;
- বন্ডেড-ওয়্যার হাউজ সুবিধা;
- ওয়ার্ক পারমিট জারীকরণ;
- রয়েলটি, টেকটিক্যাল নো হাউ, টেকনিক্যাল সহায়তা ফি ইত্যাদি প্রত্যাবাসন।

উপরোক্ত সেবা সমুহের সুষ্ঠু ও ফলপ্রসু বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা প্রদানের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৬.২ বিনিয়োগখাতে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য:

বস্ত্রখাতে বিনিয়োগ করলে প্রাপ্ত সুবিধাদির মধ্যে নিম্নোক্তগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

- ট্যাক্স হলিডে;
- ট্যাক্স হলিডের পরিবর্তে দ্রুত অবচয় এলাউন্স;
- উপরোক্ত দু-টির বিকল্প হিসেবে আয়করে বিশেষ ছাড়;
- দ্বৈত কর পরিহার;
- রয়ালটি ও অন্যান্য ফি প্রত্যাবাসন;
- প্রয়োজনানুযায়ী দেশত্যাগের অনুমতি;
- মুলধন/লভ্যাংশের সম্পুর্ণ প্রত্যাবাসন;
- স্থায়ী আবাসনের পারমিট;
- নাগরিকত্ব প্রদান ইত্যাদি।

অধ্যায় – ১৭

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

১৭.১ সংশ্লিষ্ট সরকারী, আধাসরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বস্ত্রনীতি-২০০৭ অনুসরণ করবে এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং এ শিল্পের উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হবে।

১৭.২ উপদেষ্টা কমিটি ঃ

বস্ত্র খাতের বিভিন্ন উপখাতের সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা ও বস্ত্রনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/সমিতিসমুহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বস্ত্র বিষয়ক একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারী খাতের এসোসিয়েশন সমুহের প্রতিনিধিগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বস্ত্র ও পোশাক উপখাতে পরিকল্পিত শিল্পায়নে শিল্পোদ্যোক্তাদের শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য এবং বিদ্যমান শিল্প কারখানাগুলোর বিবিধ সমস্যাবলী নিরসনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমুহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বস্ত্রনীতি-২০০৭ এ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি দিক নির্দেশনা কমিটি গঠনের নিম্নোক্ত প্রস্তাব করা হ'ল ঃ

১।	মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২।	চেয়ারম্যান, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন	সদস্য
৩।	মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	,,
৪	গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক	,,
৫।	সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	,,
৬।	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	,,
৭।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	,,
৮।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালায়	,,
৯।	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	,,
১০।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	,,
১১।	সচিব, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	,,
১২।	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	,,
১৩।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড	,,
১৪।	চেয়ারম্যান, বেপজা	,,
১৫।	সভাপতি, এফবিসিসিআই	,,
১৬।	সভাপতি, বিটিএমএ	,,
১৭।	সভাপতি, বিকেএমইএ	,,
১৮।	সভাপতি, বিজিএমইএ	,,
১৯।	সভাপতি, বিটিটিএলএমইএ	”
২০।	সভাপতি, বিএসটিএমপিআইএ	”
২১।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	”
২১।	চেয়ারম্যান, উইমেন এন্ট্রাপ্রিনিউয়ার্স এসোসিয়েশন	,,
২২।	যুগ্ম-সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

এ কমিটি ন্যুনপক্ষে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে একবার সভায় মিলিত হবেন।

১৭.৩ উপ-খাতওয়ারী সাব-কমিটি সংক্রান্ত ঃ

বস্ত্র খাতের উপ-খাতওয়ারী নীতি বাস্তবায়ন তদারকী করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/সমিতি সমুহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গুরুত্বপুর্ণ উপ-খাত সমুহের জন্য সাব-কমিটি গঠন করা হবে।

Attachment-1

Definition of Textile and Apparel Industry:

The Textile and Apparel Industry means and includes the different textile processes right from spinning (natural/man-made fibre based or their blends) upto final outputs including apparel making. The textile and apparel industry includes the following:

1. Textile Spinning (Ring, rotor etc.): Manufacturing of natural and man-made fibre based yarn and thread;
2. Weaving (Shuttle & Shuttle-less powerloom and Handlooms): Manufacturing of grey fabrics/towels from yarn of natural and man-made fibre and their blends;
3. Knitting, Hosiery and Knit Dyeing: Knit-grey and finished fabrics of natural and man-made fibre and their blends;
4. Dyeing and Finishing: Woven finished fabrics of natural and man-made fibre and their blends;
5. Yarn dyeing: Dyeing of yarns (natural and man-made fibre and their blends);
6. Sewing Thread: Manufacturing of thread from natural and man-made fibre based & their blends;
7. Ready Made Garments: Knit-wear and woven RMG of different types/categories;
8. Non-woven: Technical and other textile products.